U & VU (4th Semester) Core Course for Education Honours (CC-10)

সর্বমতাবিষ্ট শিক্ষা

বিনাশ ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে এগুলির প্রাসঙ্গিকতা কোন প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। চার্বাক দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'ল—সেই সময়কার ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা, সংস্কৃতির ও সমাজের সংকীর্ণতা থেকে মানুষ কিছুটা মুক্তি পেয়েছিল।

(৬) স্বাধীনতা ও আধুনিকতা

চার্বাক দর্শনের চরম মতগুলিকে কিছুটা নমনীয় ক'রে নিয়ে গ্রহণযোগ্য দিকগুলিকে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়।

জড়বাদ (Materialism) এবং **বস্তুতান্ত্রিকতা (Realism)** আধুনিক যুক্তিনির্ভর যুগের অগ্রদূত। মানুষ শুধু জ্ঞানই আহরণ করবে না, সে কর্মপ্রচেষ্ট হবে ও সবকিছু যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে নিয়ে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথ ধ'রে নতুন নতুন ভাবধারার ধারক ও বাহক হবে নতুন প্রজন্ম। আধুনিক মানুষ বলবে—'আমি আছি, আমি জানব ও আমি প্রকাশ করব'। ব্যক্তিস্বাধীনতায় ব্যক্তিমানুষের জন্মগত অধিকার। সমাজের উত্তরণও ঐ স্বাধীনতার পথেই।

জড়বাদ ও বস্তুবাদ

ব্যক্তিতান্ত্রিক

(খ)

জৈন দর্শন

মূল বৈশিষ্ট্য—শিক্ষা ভাবনায় ও প্রয়োগে মূল বৈশিষ্ট্যের প্রাসঙ্গিকতা

তাই অর্জন করা শিক্ষার লক্ষ্যরূপে নির্ণীত হয়েছে। চার্বাক দর্শনও উপযোগিতাবাদী (Utilitarian), জীবনচর্যায় উপযোগিতা রয়েছে এমন তথ্যগুলিই সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা

তৃতীয়তঃ, চার্বাকে জ্ঞানমূলক ভাবনার উৎসভূমি হ'ল প্রত্যক্ষ। যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর তাই সত্য, আর যা ইন্দ্রিয়াতীত, তার কোন অস্তিত্ব নেই। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা, ইন্দ্রিয়ানুশীলন বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, কারণ, আমরা জ্ঞান আহরণ করি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই। আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ সকলেই এই প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়-বস্তু সন্নিকর্ষের (sense-object contact) ওপর জোর দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতকের দার্শনিক **Comenius** এই ইন্দ্রিয়গুলিকে জ্ঞানের দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন। রুশো, পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরী, জন ডিউই ও ভারতীয় শিক্ষাবিদ সকলেই ইন্দ্রিয় পরিমার্জনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপরিচালনা গড়ে তুলেছেন।

(৪) পাঠ্যক্রম রচনায় প্রাসঙ্গিকতা

চতুর্থতঃ শিক্ষার উপকরণ পাঠ্যক্রম। চার্বাকমতে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখার চর্চা ও জীবনোপযোগী কর্ম পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে। আধুনিক পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতিগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চার্বাক দর্শনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই নীতিগুলি প্রাসঙ্গিক। নীতিগুলি হ'ল কর্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রাধান্য, বৃত্তিমুখিনতা, অবসর বিনোদন-মূলক বিভিন্ন শিল্পচর্চা, ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি ও আগ্রহের প্রতি মর্যাদা ইত্যাদি। বাৎসায়ন চার্বাকের দ্বারা প্রভাবিত, বাৎসায়নের কামসূত্রে পঞ্চকলার অনুশীলনের একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে ভারতীয় **নন্দনতত্ত্বে (Aesthetics)**। বাৎসায়ন পরিশীলিত সুখবাদী দার্শনিক (moderate hedonist), তাই তিনি ধর্ম, কামকে সমন্বিত করতে চেয়েছেন তাঁর শিল্প-ভাবনায়।

(৫) পদ্ধতি আনন্দের মধ্যে শেখা

পঞ্চমতঃ, চার্বাক দর্শন মতানুসারে, জীবন-যাপনের পদ্ধতি হবে সহজ, স্বাভাবিক ও আনন্দময়। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতির স্বরূপও হবে সহজ, স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিত্যনতুন বিষয়ের আত্মীকরণ। প্রত্যক্ষণই হবে সমগ্র শিক্ষাচালনার কেন্দ্রভূমি। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক Thorndike. শিক্ষণের বিভিন্ন সূত্র (laws of learning) প্রসঙ্গে বলেছেন, যে শিক্ষার্থীর শেখার উদ্দীপক **(stimulus)** অনুযায়ী সাড়া দেওয়া **(response)** এর সম্পর্ক যদি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয় তবে সেই সম্পর্ক দৃঢ় হবে, আবার এই সম্পর্ক যদি দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, তবে সেই সম্পর্কের ভিত দৃঢ় হতে পারে না। শিক্ষাবিজ্ঞানে সুখদায়ক অভিজ্ঞতা প্রকৃত শেখার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তবে সুখই তো শেষ কথা নয়, আনন্দ যা চিত্তের প্রসার ঘটায়, তাই তো আমাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রতি পদক্ষেপে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, আত্মশৃঙ্খলা **(self-discipline)** এই আনন্দময় শিখনপ্রক্রিয়ারই ফসল।

সুখ শেষ কথা নয়, আনন্দ

ষষ্ঠতঃ, চার্বাক দর্শনের কয়েকটি ইতিবাচক দিক হ'ল—মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মুক্ত মানসিকতা, জীবনের প্রতিপদক্ষেপে যুক্তিনির্ভরতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অহংকারের

চারটি উপাদান যখন যান্ত্রিকভাবে সমন্বিত হয়েছে, তখনই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টির পিছনে কোন সচেতন উদ্দেশ্য নেই। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে চার্বাক দর্শনকে **'যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ'** হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চার্বাক দর্শনকে প্রত্যক্ষবাদ **(Positivistic Philosophy)** ও বলা যায়, কারণ এই দর্শন নানা বস্তুর ও বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে।

ঈশ্বরের স্রষ্টা হিসাবে কোন অস্তিত্বই নেই

➢ নীতিশাস্ত্র (Ethics) ≺

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখা মানুষের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ করেছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। কিন্তু চার্বাক দর্শন শুধু **অর্থ ও কামকে** জীবনের লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেছে। চার্বাক দর্শনকে **সুখবাদ** বা hedonism বলা যেতে পারে। কারণ, ইন্দ্রিয়সুখভোগই এই দর্শনের একমাত্র কামনার বস্তু। **'সুখপ্রাপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য, দুঃখ কখনও নয়'**—এমন ভাবনা থেকে জন্ম নিল এক বিশেষ প্রত্যয়ের যা বলে, যার দ্বারা সুখ পাওয়া যায়, তাই শুভ, আর যে কাজ দুঃখের দিকে নিয়ে যাবে, তাই অশুভ। এই দর্শনে, স্বর্গ, নরক, শ্রাদ্ধ, মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব, এই সবকিছু ধারণাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একমাত্র বর্তমান জীবন ও অনন্ত সুখভোগই এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

পুরুষার্থ দুটি —অর্থ ও কাম

সুখবাদী (hedonist)

এতক্ষণ আমরা চার্বাক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এতক্ষণ এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি **আধুনিক শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে** কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করব।

প্রথমতঃ, আধুনিক মতে, শিক্ষা শিশুর অন্তর্নিহিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রক্রিয়া। এই বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুর বর্তমান জীবনটিকে ঘিরে বয়ে চলে। শিশু তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজন, চাহিদা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। শিক্ষার অর্থ কখনই কিছু তথ্য আহরণ নয়, শিক্ষার্থী একজন জৈব-মানসিক সত্তা, তার জীবন বিকাশ-প্রক্রিয়া চলে তার বর্তমান জীবন পরিবেশটিকে কেন্দ্র করে। অতীত ও সেখানে কোন ছায়া ফেলে না, আর ভবিষ্যৎ তো সম্পূর্ণ অজানা একটি দিক। চার্বাক দর্শনে মানুষের **স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন বিকাশ,** বর্তমান জীবনের প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাপুঞ্জ গড়ে তোলা বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা—

(১) শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা—তার বর্তমান জীবন

দ্বিতীয়তঃ, একবিংশ শতকে শিক্ষার লক্ষ্যে যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, তথ্য প্রযুক্তির প্রসারণ। এগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভব হয়। চার্বাক দর্শন মূলত বস্তুবাদী। এর লক্ষ্য ব্যক্তির ও সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে উন্নতিসাধন, তাই যে জ্ঞান উপযোগী, অর্থাৎ মানুষকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নিয়ে যাবে,

(২) শিক্ষার লক্ষ্য— আর্থ-সামাজিক বস্তুগত উন্নতি

পড়ে তবে তার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। চার্বাক বললেন, বেদকে শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বেদের নানা অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ ইত্যাদির প্রবর্তন আর কিছুই নয়, শুধু সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে প্রবঞ্চিত করার জন্য চতুর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভিসন্ধিমূলক কর্ম, কারণ এগুলির মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হ'ত। 'শব্দ' সম্পর্কে আরও বলা হয় যে শব্দ যদি অনুমানভিত্তিক হয়, তবে তা আরও ভয়ঙ্কর। তাই চার্বাক দর্শনে 'শব্দ'কে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল না।

শব্দ বেদ-ভিত্তিক হলে প্রমাণ নয়।

➢ তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) ≺

চার্বাক দর্শনে **তত্ত্ববিদ্যা** বা **অস্তিত্বের তত্ত্ব** জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই বলেছি যে চার্বাক সম্প্রদায় প্রমাণ হিসাবে একমাত্র প্রত্যক্ষকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য হ'ল বস্তু বা matter, স্বভাবতঃ ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, মৃত্যুর পর জীবন, অদৃষ্ট, সবই তো প্রত্যক্ষের বাইরে, তাই তাদের এই দর্শনমতে কোন অস্তিত্ব নেই।

চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞান-তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যক্ষের বাইরে কিছুরই অস্তিত্ব নেই

বাস্তব জগতের স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গেলে চার্বাক দর্শন চারটি পদার্থকে গ্রহণ করেছে। এই চারটি হ'ল—**ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ** অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন ও বাতাস। এদের স্বরূপ হ'ল জড়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। অনুমানের দ্বারা কোন সূক্ষ্ম অবস্থা বা বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় না, তাই ব্যোম্ বা আকাশের অস্তিত্ব চার্বাক দর্শন স্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শনে পাঁচটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, যেমন, মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ। একমাত্র চার্বাক প্রথম চারটিকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রধান উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। চার্বাক দর্শনে এই চারটির সমন্বয়ে জীবনের সৃষ্টি আর বিনাশকালে এই জীবজগৎ বিলীন হয়।

চার্বাক চারটি মহাভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

'মন' সম্পর্কে চার্বাক মত হ'ল যে প্রত্যেক দেহে চৈতন্য গুণরূপে থাকে। আত্মা বলে কিছু নেই। তবে প্রত্যেকটি জীব 'চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এবং আত্মা' অর্থাৎ জড় দেহে চৈতন্য রয়েছে, তার প্রকাশ প্রাণে, আর চৈতন্য ও জড়ের দ্বারাই উৎপন্ন। এখন প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে।—এই চৈতন্য তো চারটি উপাদানে প্রত্যক্ষগোচর নয়, তাহলে কেমন করে দেহের গুণ হিসাবে গণ্য হবে? চার্বাক দর্শন উদাহরণ সহযোগে বোঝাচ্ছে যে পান, চুন, সুপারী কোনটিতেই 'লাল' এই গুণটি নেই, কিন্তু এই তিনটি যখন একত্রে চর্বিত হয়, তখন তাদের সংমিশ্রণে লাল রং দেখা যায়, ঠিক তেমনি চারটি উপাদান যখন চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন জীবনবিশিষ্ট জীবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আরও স্পষ্টভাষায় বলা যায়, যে চারটি উপাদান ও চৈতন্য সবসময় একই সঙ্গে থাকে—সেই সূত্র ধ'রেই ঐ দেহযন্ত্রের ওপর চৈতন্যের নির্ভরতাকে ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকটা আধুনিক আচরণবাদী ব্যাখ্যাকে ছুঁয়ে যায় চার্বাক দর্শনের তত্ত্বের এই অংশ।

চৈতন্য জীবের গুণমাত্র

দেহ ও চৈতন্য যোগে জীব।

এই বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বে চার্বাক দর্শন একেবারেই কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার করেনি।

লক্ষ্য, পাপ, পুণ্য বলে কিছু নেই। ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি, একটি অলীক কল্পনা। ইন্দ্রিয়-বস্তু সন্নিকর্ষের (sense-object contact) মধ্য দিয়েই আমরা সব কিছু জানি। এই আন্দোলন মানুষের ও সমাজের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ব্রাহ্মণের আধিপত্য থেকে মুক্ত মানুষ—ধনী-দরিদ্র, অব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ, পুরুষ-নারী স্বাধীন জীবনের অধিকারী হ'ল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞানের চর্চা হতে লাগল।

চার্বাক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে

ইন্দ্রিয় বস্তুযোগ একমাত্র জ্ঞানের উৎস

চার্বাক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে 'চার্বাক' শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। কেউ বলেন চার্বাক নামে একজন ঋষি এই মতবাদের প্রবক্তা। আবার কেউ বলেন 'চার্বাক' শব্দটি এসেছে 'চর্ব্' ধাতু থেকে—যার অর্থ —'খাও, দাও, স্ফূর্তি কর।' আরও একদল বলেন, এমন সুন্দর কথা (চারু বাক্) এই সম্প্রদায় বলেন ব'লে, এর নাম হ'ল 'চার্বাক'। এই সম্প্রদায়ের তিনটি উপজীব্য বিষয়—(ক) **জ্ঞানের তত্ত্ব (Epistemology)**, **অধিবিদ্যা (Metaphysics)** এবং **নীতিবিজ্ঞান (Ethics).**

নানা মত 'চার্বাক' নামটিকে ঘিরে

➢ জ্ঞান-তত্ত্ব (Epistemology) ≺

চার্বাক দর্শন মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্ঞানতত্ত্বের ওপরে। যথার্থ জ্ঞানকে 'প্রমা' আর যথার্থ জ্ঞানের উৎসকে 'প্রমাণ' বলা হয়। চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বা perception কে একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেন, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য দর্শন শাখায় অনুমোদিত প্রমাণগুলি যেমন অনুমান, শব্দকে (Inference, Testimony) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন।

শুধু প্রত্যক্ষই প্রমাণ

'প্রমাণ' হিসাবে **অনুমানের যাথার্থ্য** সম্পর্কে চার্বাক সম্প্রদায় বললেন যে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। উদাহরণস্বরূপে, ধোঁয়া দেখলেই সেখানে আগুন আছে, বা যেখানে আগুন, সেখানেই ধোঁয়া আছে—এমন কথা বলা যায় না। আগুন ও ধোঁয়ার আনুষঙ্গিক সম্পর্কে (concomitant relationship) কোন সাধারণ (Universal) নিয়ম নেই। ভবিষ্যতে আমরা বিপরীত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতে পারি। চার্বাক সম্প্রদায় আরও বলেন যে অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সমানরূপ (Uniformity) কেবলমাত্র বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বভাবের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। আবার এগুলি পরিবর্তিতও হতে পারে। আগুনের উত্তাপ আর জলের শীতলতা ঐ বস্তুগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায় এর বিপরীত চিত্রও অসম্ভব কিছু নয়। অনুমানগুলি কখনও কখনও সত্য হয় একেবারেই আকস্মিকভাবে (accidentally), আবার কখনও মিথ্যা বলেও প্রমাণিত হতে পারে। এখন, প্রশ্ন হ'ল—**শব্দ (Testimony)** কে প্রমাণ হিসাবে কি গ্রহণ করা যায়? চার্বাক মতাদর্শী বললেন, শব্দ যদি কোন কুশলী বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা শ্রুত হয়, তাহলে তার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়; কারণ শ্রবণমূলক কর্ম একটি প্রত্যক্ষজাত কর্ম। কিন্তু প্রত্যক্ষের পরিধিতে এই শব্দ যদি না

অনুমান কোন প্রমাণ নয় কারণ কার্যকারণের কোন আনুষঙ্গিক সম্পর্ক নেই

নিয়ে যাবে মানুষকে আর 'অপরা' যা গার্হস্থ্যজীবন বা ব্যবহারিক জীবনে মানুষকে সহায়তা করবে। ভারতীয় দর্শন মানুষকে দীক্ষিত করবে 'অভীঃ' মন্ত্রে, মুক্তি মন্ত্রে, কারণ মানুষের স্বরূপ তো ব্রহ্ম বা যা 'বড়', অ ভয়শূন্য ও মুক্ত। 'প্রমা' বা আসল জ্ঞান 'মানুষকে সবার মধ্যে অনন্ত শক্তির উৎস'—এই তত্ত্বে উজ্জীবিত করবে। তাই মানুষের সেবা, জীবজগতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ স্থাপন ও আনন্দময় জীবনযাপন ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবনাস্রোত।

(৮) জ্ঞান দুধরনের — পরা ও অপরা

প্রমা—আসল জ্ঞান

নবমতঃ, সত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে এই সত্যকে জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে হবে, তবে এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু পরাসত্যের জ্ঞান মন, বুদ্ধি, যুক্তিতর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। পরাসত্য বিরাজ করে এগুলির ওপরে। সেই উপলব্ধির স্তরে পৌঁছতে হলে চাই অপরোক্ষানুভূতি, যা জ্ঞানকে অতিক্রম করে, গড়ে তোলে অতীন্দ্রিয় এক বোধির জগৎ।

(৯) সত্যকে গ্রহণ করতে হবে যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে বিচার করে

আজ বিশ্বায়নের মুহূর্তে নানা পরিবর্তনের পটভূমিতে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার মূল ও যথার্থ ভাবনাগুলিকে তুলে ধরব।

পরাসত্য বিচারের ঊর্ধ্বে

আমরা আগেই আলোচনা করেছি ভারতীয় দর্শন বলতে শুধু **বেদোপনিষদ ও ষড়দর্শনকেই বোঝায় না, আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ** প্রভাব বিস্তার করেছে মনন জগতে ও সমাজ সংস্কৃতিতে। সেই **তিনটি মতবাদ অবৈদিক,** যেমন, চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন। আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয় হ'ল চার্বাক **দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা।**

(ক)

চার্বাক দর্শন

বুদ্ধের পূর্বকালীন দার্শনিক শাখা হিসাবে আমরা **চার্বাক** দর্শনের আবির্ভাব ও সেই সময়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতে এই দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হই। চার্বাক দর্শন বস্তুবাদী দর্শন। সেই সময়ের সমস্ত আচার আচরণ, প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল এই দর্শন। বেদোপনিষদকে প্রতিক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করেছে এই মতবাদ। ভারতীয় বস্তুবাদের প্রবক্তা হিসাবে বৃহস্পতি লৌক্য বা ব্রাহ্মণস্পতির নাম করা যেতে পারে। তিনিই প্রথম বললেন। বস্তুই সমস্ত সৃষ্টির প্রধানতম উপাদান। বস্তুর বাইরে পরাসত্য বলে কিছু নেই।

চার্বাক দর্শন

বস্তুবাদ প্রবক্তা বৃহস্পতি লৌক্য

চার্বাক সম্প্রদায় (যাঁরা **লোকায়তিক** বলে পরিচিত) বেদের যাগযজ্ঞ, **বর্ণাশ্রম প্রথা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব,** ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুললেন। তাঁদের মতানুসারে **সুখভোগ** জীবনের একমাত্র

বেদ বিস্তৃত হ'ল মনন জগতে, এর পরবর্তী পর্যায়ে এল দর্শন এবং তা উপনিষদের যুগ। এই যুগ পরিশীলিত ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে পরিবেশন করল নানা প্রত্যয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দর্শন শাখা গড়ে উঠল। আমরা মানবজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেদোপনিষদের ও মূল দর্শন শাখাগুলির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করব।

ভারতীয় দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য (১) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

প্রথমতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তা। মূল পাঁচটি উপাদান বা পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি এই জগৎ। জগতের সৃষ্টি কখনও আকস্মিক হয়নি। ক্রমে ক্রমে এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান ও নৈসর্গিক প্রকৃতি ও জড়বস্তুর সম্মেলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হ'ল। এই সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা ভূমা। তিনিই এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ন্তা। এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় দর্শনের মূল নির্যাস।

(২) সবই অনিত্য শুধু আত্মন্ অবিনশ্বর

দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্ব যা জগৎ বলে পরিচিত, তা অনিত্য, তবে জীবের মধ্যে যে আত্মন্ রয়েছেন, তিনি অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত।

(৩) এই আত্মন্ কর্মফল অনুসারে দেহধারণ করে।

তৃতীয়তঃ, এই আত্মন্ যা শাশ্বত, চিরন্তন বিভিন্ন জন্মে তা প্রারব্ধকর্মের ফলভোগ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে। এই তত্ত্বকে **কর্মবাদ** বলা হয়।

(৪) দুঃখ—তার থেকে মুক্তি

চতুর্থতঃ, মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ বা বেদনার কারণও রয়েছে। মানুষ সচেষ্ট হলে এই দুঃখ বা বেদনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ তাই শেষ কথা নয়।

(৫) দুঃখের কারণ অবিদ্যা প্রমা—আসল জ্ঞান

পঞ্চমতঃ , এই সব দুঃখ বেদনার কারণ হ'ল **অবিদ্যা** বা **অজ্ঞান**। আসল জ্ঞান আহরণের পথে বাধা এই অবিদ্যা। তাই প্রমা বা আসল জ্ঞান, তা সঞ্চয়ন করতে হবে, আর ঐ জ্ঞানই মানুষকে সৎ (যা নিত্য) এবং অসৎ (যা অনিত্য) এর মধ্যে প্রভেদ বুঝতে সাহায্য করবে।

(৬) ফলের প্রত্যাশা না করে কাজ করা

ষষ্ঠতঃ, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করে যেতে হবে। বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে সংযত করার নির্দেশনা ভারতীয় দর্শনের মূল কথা।

(৭) মনের ব্যাখ্যা

সপ্তমতঃ, ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মন ব্যাখ্যাত হয়েছে তার বিশিষ্টতায়। মনকে বলা হয়েছে 'অণু', জড় প্রকৃতির ও সর্বব্যাপী। এই মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ও প্রশিক্ষিত করার জন্য নানা পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় দর্শন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল—পাশ্চাত্য ভাবনার বহু আগে ভারতীয় দর্শন মনের তিনটি স্তর অর্থাৎ প্রাক্‌চেতন, চেতন ও অচেতন স্তরের তত্ত্ব পরিবেশন করেছে।

প্রাক্‌চেতন, চেতন ও অচেতন

অষ্টমতঃ, ভারতীয় দর্শনে, বিদ্যা বা জ্ঞান উভয় প্রকারের—তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। দর্শন-কেন্দ্রিক ও উপযোগিতাভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্যে তাই নির্দেশিত হয়েছে 'পরা' বিদ্যা, যা মুক্তির পথে, মোক্ষের পথে, প্রকৃত জ্ঞানের পথে

উভয় দেশের দার্শনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হওয়া প্রয়োজন, কারণ শিক্ষা অনেকাংশে দর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ল—'আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদানে যুগ যুগ ধ'রে গড়ে-ওঠা দার্শনিক ভাবনা, চিন্তা, মতবাদ ইত্যাদি। তারপর আমাদের দেখাতে হবে আমাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মুহূর্তে জ্ঞানবিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে এই সব দার্শনিক ভাবনার যাথার্থ্য কতখানি, কারণ আমাদের তো প্রাচীন ভাবনা ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। নতুন ভাবনার পটভূমিতে প্রাচীন ভাবনার পুনর্মূল্যায়নই জাতির প্রাণোচ্ছল জীবনের লক্ষণ। বিভিন্ন দেশে-কালে নবজাগরণের জোয়ার এইভাবেই নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেছে। আমাদের সামনে যে প্রশ্নটি এখন উপস্থিত হয়েছে—তা হ'ল, ভারতীয় দার্শনিক ভাবনা কাকে বলে? আমরা জানি যে সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম দার্শনিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই ঐতিহ্যে বিধৃত প্রায় চার হাজার বছর আগেকার বেদ, উপনিষদ, ক্রমে গড়ে ওঠা রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্যদ্বয়, পুরাণ, **চার্বাকদর্শন, জৈন ও বৌদ্ধদর্শন** আর **ষড়দর্শন** যেমন, **সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত**। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে মুসলমানদের সৃজনধর্মী মননশীলতাকে গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ, পশ্চিমের উদারনীতিও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় কৃষ্টি তাই বিভিন্ন ভাবধারার এক মিলনক্ষেত্র—যা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' তবে ভারতীয় দর্শন মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে, **বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন** ও তিনটি **অবৈদিক মতবাদের ওপর**—যেগুলি হ'ল **চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন**।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বেদ, উপনিষদ — (১) বেদভিত্তিক (২) অবৈদিক

এখন আমরা ভারতীয় দর্শনের মূলভাবনাগুলি তুলে ধরব। আমরা জানি, দর্শন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সত্য, জ্ঞান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলে ধরে। ভারতীয় মননে দর্শন জীবনের বিভিন্ন অংশের অনুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণে সদা আগ্রহী। ভারতবাসীর কাছে দর্শন জীবনচর্যা। এই বিশ্বজগতে কেমন করে আদর্শ জীবন যাপন করা যায়, তারই প্রচেষ্টা। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন আছে বলেই মনন চলেছে তার অবিচ্ছিন্ন গতিতে। সে জানতে চায়—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী? এ বিশ্বে কোন্ আদর্শ জীবন আমরা যাপন করব? মঙ্গল কী? প্রকৃত জ্ঞান কাকে বলে? এই জ্ঞানের উৎসগুলি কী কী? ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নানা তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক শাখার জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি **অবৈদিক**, যারা বেদের প্রামাণ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেয়নি, যেমন, **চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন**, আর ৬টি শাখা বৈদিক—যারা বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসাবে কোন না কোন ভাবে স্বীকার করেছে। সেই ছয়টি শাখা হ'ল—**ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত**। এই শাখাগুলির মূল্য বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে। বৈদিক ভাবনা মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠান-ভিত্তিক। প্রকৃতির বিভিন্ন অংশে দেবত্ব আরোপ করতেন বৈদিক যুগের প্রবক্তারা, তাদেরই উদ্দেশ্যে হোম, যাগযজ্ঞ ঘিরে গড়ে উঠল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব

বিভিন্ন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থেকে জন্ম নানা শাখার—অবৈদিক (১) চার্বাক (২) জৈন ৩) বৈদিক—ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত

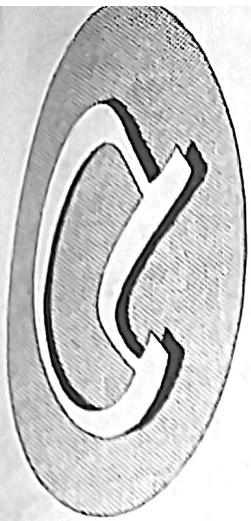

৫

ভারতীয় দর্শন

- ভারতীয় দর্শন
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- দুটি শাখা— (ক) বৈদিক এবং (খ) অবৈদিক
- বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) এবং নীতিতত্ত্ব (Ethics) প্রসঙ্গে
- অবৈদিক চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধমত
- বৈদিক ন্যায়, সাংখ্য ও যোগ শাখার মূল বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষাভাবনায় তাদের প্রাসঙ্গিকতা

শিক্ষার লক্ষ্য কয়েকটি প্রস্তাবের ওপর দাঁড়িয়ে (১) মানুষের নিজের ও পারিপার্শ্বিককে জানা, (২) ঐতিহ্য সঞ্চালন, (৩) মানুষের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনে ও তার সমাজে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় কয়েকটি মৌলিক ভাবনা আছে। **প্রথমতঃ**, মানুষ নিজেকে ও তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে জানতে চায়, আর জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। মানুষের এই প্রচেষ্টাই মানবিক ঐতিহ্যের মূলকথা এবং শিক্ষা এই কৃষ্টিমূলক পরিবেশ থেকে তার আসল উপাদান সংগ্রহ করে নেয়। **দ্বিতীয়তঃ**, নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য সঞ্চালনের একটি প্রক্রিয়া চলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবার প্রত্যাশায়। **তৃতীয়তঃ**, এই সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সূত্র ধ'রে মানুষের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ দেখা যায়। শিক্ষার লক্ষ্য **এই কয়েকটি প্রস্তাবের** ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য জিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রাচ্য পাশ্চাত্য

দর্শন শিক্ষার উৎসমুখ